# কৃষি সুপারিশ

১৪-১৬ ই আগষ্ট ২০২৩ (২৮-৩০ শে শ্রাবন , ১৪৩০)

**আমন ধানের মুল জমি তৈরী :**

রোয়া আমনের ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদি (১২৫ দিন পর্যন্ত) জাতের ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন ৬ কেজি, এবং ফসফেট ও পটাশ ১২ কেজি, মধ্য মেয়াদি (১২৫-১৩৫ দিন পর্যন্ত) জাতের ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন ৭ কেজি, এবং ফসফেট ও পটাশ ১৪ কেজিও দীর্ঘ মেয়াদি (১৪০-১৫০ দিন পর্যন্ত) জাতের ক্ষেত্রে যথাক্রমে নাইট্রোজেন ৮ কেজি, এবং ফসফেট ও পটাশ ১৬ কেজি হিসাবে মুল জমিতে শেষ চাষের আগে প্রতি একরের জন্য প্রয়োগ করতে হবে।

আমনের জন্য জলদি জাতের চারা ২০ সেমি X ১০ সেমি, মাঝারি জাতের চারা ২০ সেমি X ১৫ সেমি এবং নাবি জাতের চারা ২০ সেমি X ২০ সেমি দূরত্বে রোয়া করতে হবে।সাধারনত প্রতি গুছিতে ৩-৪ টি চারা থাকা দরকার,জলার গভীরতা বেশি থাকলে বা চারার বয়স বেশি হলে অথবা নোনা জমিতে প্রতি গুছিতে ৭-৮ টি চারা দরকার।চারা ৫সেমি (২ইঞ্চি)-র বেশি গভীরতায় রোয়া উচিত নয়, এতে পাশকাঠির সংখ্যা কমে যায়।সাধারনত আষাঢ থেকে শ্রাবনের মধ্যে (জুলাই থেকে মাঝ আগষ্ট) আমন ধান চারা রোয়ার কাজ শেষ করতে হয়।

**পাট :** ১১০-১১৫ দিনের পাট কাটার জন্য আদর্শ। পাটের গুণগত মান পাট পচানোর পদ্ধতির ওপর অনেকটা নির্ভর করে, সুতরাং পাট কাটার পর পাট পচানোর বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। পাট কাটার পর বান্ডিল বেঁধে ৪-৫ দিন রোদে রেখে পাতা ঝড়ে গেলে পরিস্কার জলে জাঁক দিতে হবে, কাঁদা মাটি বা কলাগাছ দিয়ে পাট জাঁক দেওয়া পরিহার করুণ এর ফলে পাটের গুণগত মান ও রং খারাপ হয়ে যায়। পাটের প্রতি বান্ডিলে ২-৩টি ধইঞ্চা গাছ ঢুকিয়ে দিলে পাটের পচন দ্রুত হয়। পাটের তন্তুর গুণগত মান উন্নীত করার জন্য পাট পচানোর পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাট গবেষণা কেন্দ্র 'ক্রাইজাফ' উদ্ভাবিত ব্যাকটেরিয়া পাউডার 'ক্রাইজাফ সোনা' বিঘা প্রতি ৩-৪ কেজি পাটের বান্ডিলের বিভিন্নস্তরে ছড়িয়ে দিয়ে পাট পচালে পচন দ্রুত হবে ও পাটের গুণগত মান উন্নত হবে, ঐ একি জলে আবার পাট পচালে জীবানু পাউডার অর্ধেক বা ১.৫-২.০ কেজি প্রয়োগ করলেই হবে।

**খরিফ ভূট্টা** উঁচু ও মাঝারি দো-আঁশ থেকে বেলে দো-আঁশ মাটির যে কোনো জমি ভূট্টা চাষের উপযুক্ত। খরিফ ভূট্টার উপযুক্ত জাত - বিবেক-২৭, বিবেক-কিউ.পি.এম-৯, ডি.এম.এইচ ১১৮, যুবরাজ গোল্ড, শ্রীরাম ৯২২০, বায়ো ৯৬৮১ ইত্যাদি। উপযুক্ত জাতের বীজ সংগ্রহ করে বীজ শোধন করে নিতে হবে। বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ক্যাপটান ৭৫% ২.৫ গ্রাম বা ভিটাভ্যাক্স ২.৫ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। বীজ বোনার জন্য জুনের প্রথম থেকে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ উপযুক্ত সময়।গভীর লাঙ্গল দিয়ে আগাছা পরিস্কার করে জমি তৈরীর সময় একরে ২টন কম্পোষ্ট, ৬কেজি অ্যাজোটোব্যাকটর ও পি.এস.বি মেশানো উচিৎ। হাইব্রিড ভূট্টায় একরে মূলসার হিসেবে ১৯ কেজি নাইট্রোজেন, ২৮ কেজি ফসফেট ও১০ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করা উচিৎ।

**অড়হর :** একরে ১০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। স্বল্প মেয়াদী জাতে সারি ও গাছের দূরত্ব থাকে ১ ফুট, মধ্য মেয়াদী জাতে ২ ফুট ও ১ ফুট ।প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে থাইরাম ৭৫% ২ গ্রাম বা ম্যানকোজেব ৭৫% ৩ গ্রাম বা ক্যাপটান ৭৫% ২ গ্রাম মেশালেই বীজ শোধন হয়ে যাবে ।বীজ বোনার কমপক্ষে ৭ দিন আগে বীজশোধন করে বোনার আগে রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে । স্বল্প মেয়াদী (১২০ দিন) জাতগুলি হল টিএটি-১০, ইউ.পি.এ.এস-১২০, প্রভাত, টি-২১, পুসা আগেতি। মধ্য মায়াদী (১৬০ দিন) জাত -রবি, এই জাতটি আশ্বিন মাসে বোনা হয়। একর প্রতি মুলসার নাইট্রোজেন ১২ কেজি, ফসফেট ২৪ কেজি ও পটাশ ২৪ কেজি লাগে। কোন চাপান সার লাগে না।

**কলাই-** দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ মাটি বেশি উপযুক্ত। উন্নত জাত কালিন্দী (বি-৭৬), কৃষ্ণা, বসন্ত বাহার (পি. ডি. ইউ-১), গৌতম (ডব্লু. বি.ইউ-১০৫), উত্তরা, সারদা ( ডব্লু. বি.ইউ-১০৮), টি-৯, ডব্লুবি-১১০ প্রভৃতি। প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে বীজ বোনার কমপক্ষে ৭ দিন আগে থাইরাম ৭৫%, ২ গ্রাম বা ম্যানকোজেব ৭৫% ৩ গ্রাম বা ক্যাপটান ৭৫% ২ গ্রাম মেশালেই বীজ শোধন হয়ে যাবে ।বীজ বোনার ঠিক আগে রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে। ভাদ্র মাসে একরে ১০-১২ কেজি বীজ ছিটিয়ে বুনতে হবে। সারিতে বুনলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি ও গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি রাখতে হবে, প্রতি বর্গমিটারে ৩০-৩৫ টি গাছ রাখা প্রয়োজন।একর প্রতি মুলসার নাইট্রোজেন ৮ কেজি, ফসফেট ১৬ কেজি ও পটাশ ১৬ কেজি লাগে।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর

পক্ষে -

যুগ্ম-কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য), পশ্চিমবঙ্গ